285

ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG. 8 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের রাজনৈতিক বক্তৃতার মান

গত ২৭ জুলাই কিশোরগঞ্জ স্টেডিয়ামে বিএনপির রোড মার্চের এক জনসভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক বক্তৃতা করছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে দেশের সকল পর্যায়ের মানুষেরই একটি শ্রদ্ধাবোধ থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রধানত সমাজের শিক্ষিতজনরাই। মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রধান ধারাটি সর্বদা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরেই লালিত ও বিস্তৃত হয়েছে।

তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যখন কথা বলেন, তখন সকল শ্রেণীর মানুষের মন বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু কিশোরগঞ্জের রোড মার্চ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কেউই গঠনমূলক কোনো কথাবার্তা বলেননি। তারা অশালীন, অসত্য ও কুরুচিপূর্ণ কথা বলেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে অহরহ বাচাল ও দায়িত্বহীন রাজনীতিকরা যেসব কথা বলে থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের কথায়ও ছিল তারই প্রতিধ্বনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. হাসানুজ্জামান বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার দেশের এক-দশ-মাংশ ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এ সরকারের কাছে দেশ ও জাতি নিরাপদ নয়। আরো কিছুদিন ক্ষমতায় থাকলে দেশটাই ভারত হয়ে যাবে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অর্বাচীন অধ্যাপক বলেছেন, এই সরকারের হাতে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিরাপদ নয়। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আওয়ামী লীগ সরকারকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

জাতির প্রথম সারির নাগরিক হিসেবে পরিচিত অধ্যাপকবৃন্দের কথায় যুক্তির অনুপস্থিতি দেখে হতাশ হতে হলো।

রাজনীতিতে ফাঁকা বুলি যেভাবে উচ্চারিত হচ্ছে তাতে করে দেশের বিবেকবান ও শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষে রাজনীতিতে আসারই কথা নয়। তাদের তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য কাজ করা উচিত, অসত্য ও মিথ্যাচারভিত্তিক রাজনীতি তাদের মানায় না।

সামিউল হক মোল্লা শামীম
শোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ।